মার্কিন প্রতিরক্ষা নীতি

tinyurl.com/yc4242wx

Deutsche Welle

17.06.2012

প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিওন প্যানেটা আভাস দিয়েছিলেন: ২০২০ সালের মধ্যে মার্কিন নৌবাহিনীর ৬০ শতাংশ জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্থাপন করা হবে। এবার তার কিছু খুঁটিনাটি জানা গেছে মার্কিন প্যাসিফিক ফ্লিটের অধিনায়কের কাছ থেকে।

অ্যাডমিরাল সেসিল হেনি গত সোমবার পার্ল হার্বরে এপি সংবাদ সংস্থার একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, প্যানেটা যে নীতির কথা বলেছেন, তা শুধু জাহাজের সংখ্যার ক্ষেত্রেই নয়, তাদের কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন সর্বাধুনিক ‘লিট্টোরাল কমব্যাট শিপ' বা উপকূলীয় যুদ্ধজাহাজ, যা সাধারণ যুদ্ধজাহাজের চেয়ে কম জলে বিচরণ করতে সক্ষম এবং সেই কারণে উপকূলের আরো কাছে আসতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র আগামী বছরে সিঙ্গাপুরে এ'ধরণের একটি জাহাজ নিয়োগের পরিকল্পনা করছে।

পারস্য উপসাগরে মার্কিন রণতরী

অথবা ইএ-১৮জি বিমান, যা শত্রুর রাডার প্রতিরক্ষা অকেজো করে দিতে পারে এবং শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে উড়তে সক্ষম। এই ধরণের কয়েক স্কোয়াড্রন বিমান সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হবে, বলে হেনি জানান। সেই সঙ্গে নৌবাহিনীর সর্বাপেক্ষা উচ্চপ্রযুক্তির ভার্জিনিয়া ক্লাস সাবমেরিনও থাকছে: এ'ধরণের একাধিক সাবমেরিন পার্ল হার্বরে স্থাপিত রয়েছে।

প্যানেটার ব্যাখ্যা কিংবা হেনি'র বিশদ বিবরণ, সব কিছুর পিছনেই রয়েছে ওবামা প্রশাসনের একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত, যা এ'বছরই ঘোষিত হয়। নতুন মার্কিন প্রতিরক্ষা নীতি অনুযায়ী এশিয়ার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তির সঙ্গে তাল রেখে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বাড়ানো হবে।

এই বছর ভিয়েতনামি ও মার্কিন নৌবাহিনী যৌথ মহড়া চালায়

তবে পরিবর্তনটা খুব ঢ্যাঁড়া পেটানোর মতো নয়। প্রথমত মার্কিন নৌবাহিনীর ২৮৫টি জাহাজ অতলান্তিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে মোটামুটি সমান ভাগে ভাগ করা রয়েছে। এখন সেটা ৫০-৫০ না রেখে ৪০-৬০ করার কথা বলা হচ্ছে। বলতে কি, যুক্তরাষ্ট্রের ১১টি বিমানবাহী পোতের মধ্যে ছ'টি ইতিমধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরে নিয়োজিত। এছাড়া বুশ প্রশাসন ২০০৬ সালেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, মার্কিন সাবমেরিনগুলির ৬০ শতাংশ প্রশান্ত মহাসাগরে স্থাপন করা হবে। তার আগে পর্যন্ত সাবমেরিনগুলি অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে সমানভাবে ভাগ করা ছিল। এমনকি ঠাণ্ডা লড়াই'এর দিনগুলিতেও মার্কিন নৌবাহিনী তাদের সাবমেরিন বহরের ৬০ শতাংশ অতলান্তিকেই রেখেছিল, অবশ্য সেটা সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামলে রাখার উদ্দেশ্যে।

সম্ভাব্য সংঘাত কিংবা স্বার্থ, এই দুই কারণেই সমরসজ্জার স্থান ও লক্ষ্য বদল হয়। সর্বাধুনিক মার্কিন নীতিও তার কোনো ব্যতিক্রম নয়।

প্রতিবেদন: অরুণ শঙ্কর চৌধুরী (এপি)

সম্পাদনা: সঞ্জীব বর্মন

ছবি: picture-alliance/dpa